

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

PUBLIC AFFAIRS SECTION

TEL: 880-2-883-7150-4

FAX: 880-2-9881677, 9885688

E-MAIL: DhakaPA@state.gov

WEBSITE: <http://dhaka.usembassy.gov>



যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কনসুলার সেকশন প্রধানের বক্তব্য

এমচেম

ঢাকা, ১৭ ই এপ্রিল, ২০১২

জনাব আফতাবুল ইসলাম, সভাপতি আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স এমচেমের নির্বাহী পরিচালক জনাব গফুর, এমচেমের সম্মানিত সদস্য বর্গ এবং অতিথি বৃন্দ মহিলা এবং মহোদয়গন এসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, শুভ বিকাল।

আজ আমি আপনাদের সামনে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে অত্যাত আনন্দিত হয়েছি এবং এই সুবাদে আপনাদের কে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলা নববর্ষের শুরুতে অনুষ্ঠিত এমচেমের এই প্রথম সভায় আপনাদের কিছু বলতে পারছি বলে নিজেকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত বোধ করছি। আমি প্রায় ছয় মাস হল বাংলাদেশে এসেছি এবং আমি সত্যি সত্যি আপনাদের এই গতিময় ও চমৎকার দেশটি সম্পর্কে জানা আগ্রহ ভরে উপভোগ করছি। বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ। আপনারা উন্নতকৃষ্ট, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপূর একটি দেশের গর্বিত জাতি তবে সবার উপরে আপনাদের আছে উষ্ণ, আতিথেয়তা পরামর্শ ও অত্যন্ত মেধাবী জনগোষ্ঠি। আমি আপনাদের কর্ম চাঞ্চল্য ভরপূর, প্রকাতিকতা সম্পন্ন ও উদ্যোগী কিছু লোকের সাথে পরিচিত হয়ে অভিভূত হয়েছি। একই সাথে দেখেছি তাদের পরিবারের প্রতি ভালবাসা, তাদের সন্তানদের কে সুশিক্ষিত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং ভবিষ্যতে প্রজন্মের উন্নততর জীবন নিশ্চিত করায় নিবেদিতপ্রাণ। আপনারা সবাই জানেন যে এমব্যাসেড মজেনা প্রায়ই বলেন "পরবর্তী এশিয়ার টাইগার হবে একজন বেঙ্গল টাইগার"। গত নয় বছর এশিয়ায় কাজ করে আমিও মনে প্রাণে একই মত পেষণ করি।

রেডিমেড পোষাক প্রস্তুত, আই টি, ও স্বৰ্ধ, সিঙ্ক উৎপাদন, জাহাজ নির্মান এবং এ রকম আরও অনেক শিল্পের উত্তোরণের অধিত সম্ভাবনার এক দেশ হল বাংলাদেশ। বিধিগ্রাম চেলেজ সফ্টওয়ার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ফ্রান্ট সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং উল্লেখ যোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন পরীক্ষিত দীর্ঘ দিনের সহযোগী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের এই অগ্রগতি তে উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সর্বোচ্চ একক রাষ্ট্রনির্বাচন বাজার এবং ততীয় সর্ব বৃহত বৈদেশিক আয়ের উৎস। একই ভাবে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের নেতৃত্বাত্মক দেশ এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে সহায়ক অতি প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা রাষ্ট্রনির্বাচন করছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ কে নির্মান যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, জেলারেটর, টারবাইল, পাইপ লাইল, বিমান, ডেজ সামগ্রী, তাঁত, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রীর পাশাপাশি উন্নতর প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করছে। এগুলো বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জালানি স্বল্পতা হ্রাস, অবকাঠামো নির্মান, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনির্বাচন পরিমান প্রায় দিগনুল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বমোট দিপাক্ষিক বানিজ্যের পরিমান ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক লক্ষ কোটি বাংলাদেশী ও মার্কিনিদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি তে অবদান রাখছে। যা দুদেশের মানুষের ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরনে অত্যাবশ্যক। বানিজ্য সহজীকরণ যুক্তরাষ্ট্রের মিশন ও আমাদের এশিয়াসী র জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বানিজ্য সহজীকরণ এর জন্য প্রয়োজন ত্রুটি সহজীকরণ। আর এইখানে আমার কাজ বাংলাদেশে বসবাসকরি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিভিন্ন সেবা প্রদান এর সাথে সাথে বাংলাদেশী নাগরিক দের যুক্তরাষ্ট্র ত্রুটি সাহায্য করার দায়িত্ব হলো আমার। গত বছর ১২ হজার এর ও বেশি নাগরিক অভিবাসী ভিসা র জন্য আবেদন করেছে। এর মধ্যে অনেকে যেমন পরিবার

পরিজনের সাথে সাক্ষাত, ছুটি কাটাল কিনবা পড়াশুনার জন্য ভ্রমন করেছেন তেমন অনেকে গেছেন ব্যবসার প্রয়োজনে। গ্রাহক কিংবা সরবরাহকারী দের সাথে সাক্ষাত, পণ্য সরঞ্জামাদি পরিদর্শন, উন্নততর প্রশিক্ষণ, বিশেষায়িত পেশা, ব্যবস্থাপনায় স্থানান্তর এবং সহজ ভাষায় ব্যবসা সুযোগ সঞ্চাল এগুলো সবই যুক্তরাষ্ট্র- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পর্কের উল্লেখ যোগ্য ক্রীড়নক।

আমাকে বলা হয়েছে যে পহেলা বৈশাখ এর উদযাপনের উৎপত্তি বালিঙ্গ সংশ্লিষ্ট এক ছুটির দিন থেকে অর্থাৎ প্রতিহ্যগত ভাবে এটি একজন ব্যবসায়ী ও তার গ্রাহক এর নতুন বছর এর হাল থাতা খোলার দিন। সেই কারণে আমার মনে হয় কনসুলার সেকশন এর সাথে এমচেমের সম্পর্ক স্থাপনের এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হওয়ার ঘোষণা প্রদানের এটি একটি প্রকৃষ্ট সময়। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমরা "বিজনেস ভিসা প্রোগ্রাম" চালু করতে যাচ্ছি। যা ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া কে স্বচ্ছ করে এম চেম এর সহ যোগী ব্যবসায়ী দের ভ্রমন সাজ্জন্দ করবে। এমচেমের বোর্ড এর সহযোগিতায় আমরা এমচেমের কতিপয় সদস্য সংস্থা কে এই কার্যক্রম এর পাইলট ফেইজ এ অংশগ্রহণ এর জন্য মনোনীত করেছি। অংশগ্রহণ কারীদের বিশেষ ভাবে নির্ধারিত সময় এ সাক্ষাতকার নেয়া হবে। কনসুলার সেকশন দুই কার্য দিবসের মধ্যে অংশ গ্রহণ কারী সংস্থার ব্যবসাই ভ্রমনকারী দের সাক্ষাতকার গ্রহনের নিশ্চয়তা দেবে। তবে লক্ষ্ণনীয় যে এটি দ্রুততর সময় এ সাক্ষাত্কার গ্রহনের একটি ব্যবস্থা মাত্র। এটি ভিসা প্রদানের নিশ্চয়তা দিবে না। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের সকল নিয়ম জীবিত যথাযুক্ত ভাবে অনুসরণ করা হবে। আমরা আশা করি এই কার্যক্রম চলমান পদ্ধতিকে সরলীকরণ করে, ভিসা সংগ্রহে কম সময় ও ব্যবসাইক কাজে অধিক মন নিবেশ করার সুযোগ করে দেবে। পাইলট ফেজের সুফল লাভের পর এই কার্যক্রম কে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত করা হবে। যারা আজ এখানে আছেন এবং যে যে সংস্থার হয়েই কাজ করেন না কেন আপনারা সকলে খুব ভালো কাজ করছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশা পাশা দুই দেশের জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখছেন। আমাদের এই প্রচেষ্টা শুধু আপনাদের কে আরও উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

আমি এম চেম কে ধন্য বাদ জানাই, বিশেষ করে এর সভাপতি জনাব আকতাবউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক জনাব গফুর ও নির্বাহী কমিটি কে। এই কার্যক্রম কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াএ তারা যে সময় ও শ্রম দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আজ আমাকে এখানে কিছু বলতে আমন্ত্রণ জালালোর জন্যে তাদের কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জালাই। আপনাদের সাথে কাজ করতে পারার সুযোগ আমার জন্যে এক বিশেষ পাওয়া এবং কামনা করি আগামী তে আমাদের এই সম্পর্ক আরও সুসংহত হবে। আপনাদের সবাই কে আবারও ধন্যবাদ।

=====

* বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/২০১২